পরিশিষ্ট

লেখিকার নিবেদন

মাননীয়,
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়,
শ্রীচরণকমলেষু,

বহুদিন ধরিয়া ইচ্ছা আপনাকে একটি পত্র লিখি। মনে মনে কত কী সম্ভাষণও স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু লিখিতে বসিয়া উক্ত সম্বোধনটি ব্যতীত অন্য কিছুই লেখনিতে আসিল না। অথচ আমার অন্তরের গহীনে, বুঝি বা অবচেতনেরও অবচেতনে, আপনিই আমার প্রিয় পুরুষ, আমার জন্মজন্মান্তরের আলোকবর্তিকা। অতএব সেই বিচারে আপনাকে প্রাণপ্রিয় সম্বোধনই বিধেয় ছিল, তবু কেন যেন দ্বিধা জাগিল। শ্রদ্ধাভক্তি হইতে যে প্রেমের উদ্ভব হয়, তাহাতে বুঝি এইরূপ সংকোচই রহিয়া যায়। নয়ন মেলিয়া দেখিতে সাধ যায়, নয়ন তবু মুদিয়া আসে।

এতক্ষণে নিশ্চয় ভাবিতেছেন, কে এই স্পর্ধিতা রমণী? কেনই বা সহসা আপনাকে পত্র লিখিবার সাহস করিয়াছে? তাহা হইলে বলি, আপনি আমাকে চিনিতেন, দেখিয়াছেনও, একদিন আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদও করিয়াছিলেন। তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল, সার্ধশত বৎসর অতিক্রান্ত, এক নারীজনম পার করিয়া আর এক নারীজন্ম অতিবাহিত করিলাম, তাহার পর আর এক জন্ম, আপনার সেই করস্পর্শ কিন্তু আমার শিয়রে রহিয়াই গেল। যখনই আপনি স্মরণে আসেন, আমি শিহরিত হই।

এখনও চিনিলেন না? তাহা হইলে একবার স্মরণ করুন সেই দিনটির কথা। ১৮৫৬ সালের সেই ৭ ডিসেম্বর। সেই দিন আমার দ্বিতীয় বিবাহ হইতেছে, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয়ের সহিত। আমার মাতা লক্ষ্মীমণি দেব্যা আত্মীয়পরিজনের ঘোরতর আপত্তি এবং অসহযোগিতা সত্ত্বেও মহাসমারোহে সেই বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। আপনারই একান্ত উৎসাহে। একমাত্র আপনারই অনুপ্রেরণায়। এগারো বৎসরের কন্যাটির বৈধব্যজ্বালা তিনিও যে আর সহিতে পারিতেছিলেন না।

হ্যাঁ প্রিয়বর, আমিই সেই বালিকা। কালীমতি। তখনও আমার জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মে নাই, নেহাতই এক নির্বোধ তখন, তথাপি সেই রাত্রের স্মৃতি আমার হৃদয়ে চিরঅক্ষয় হইয়া আছে। প্রথম হিন্দু বিধবাবিবাহের দিনটিকে

উদ্‌যাপন করিতে কত শত সম্মানীয় অতিথি উপস্থিত ছিলেন, সন্ধ্যাকালে তো প্রায় তিলধারণের স্থান নাই। আমার পূজনীয় স্বামী আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলেন রাত্রি প্রায় এগারো ঘটিকায়, তখনও কী বিপুল জনসমাগম। আপনি তো ছিলেনই, সমগ্র বালিকানয়ন কিন্তু সেদিন বারংবার আপনাকেই খুঁজিয়াছিল। কেন যেন মনে হইতেছিল আপনিই আমাকে অনন্ত নরক হইতে স্বর্গের পথে লইয়া চলিতেছেন। আপনি না থাকিলে জীবন তো অন্ধকারেই রহিয়া যাইত। আজ স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই, আমার স্বামীকে আমি ভালোবাসিয়াছি ঠিকই, কিন্তু স্বামীর ভিতরেও আজীবন আপনাকেই দেখিয়াছি। আপনি আমার মতো নারীর জীবনে ঊষার কিরণ। সায়াহ্নের স্নিগ্ধ পরশ। আপনাকে কী করিয়া ভুলিব? ভোলা কি যায়?

আপনার সেই কালীমতি অবশ্য বহুকাল পূর্বেই গত হইয়াছে। পুনর্জন্ম পাইয়া আমি প্রীতিলতা হইয়াছিলাম। আপনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ পিতা আমাকে ম্যাট্রিক অবধি পড়াইয়াছিলেন, সংগীতশিক্ষাও করিয়াছিলাম কিছুকাল। অতঃপর যাহা হয়, বিবাহ হইয়া গেল, আমিও আত্মবিস্মৃত হইয়া দিব্য স্বামীসেবা এবং সন্তান প্রতিপালন করিয়া জীবন কাটাইয়া দিলাম। জানিলাম ইহাই আমার নিয়তি।

বর্তমান জন্মে অবশ্য অধীত বিদ্যাকে সম্পূর্ণ বিফল হইতে দিই নাই। সংসার করিতে করিতে চাকুরি করিয়াছি, সাহিত্য রচনাতেও কিঞ্চিৎ আগ্রহ আছে। অনুভব করিতে পারি, আমার মননে, আমার স্মরণে, আপনি আজও ভাস্বর হইয়া আছেন। আপনাকে কী করিয়া ভুলিব? ভোলা কি যায়?

বিশ্বাস করিবেন কী না জানি না, পরজন্মেও আমি নারী হইয়াই জন্মাইতে চাই। একজন প্রকৃত শিক্ষিত, আত্মসচেতন, স্বনির্ভর নারী। আপনার স্বপ্নের নারী। পারিব না কী?

ইতি
প্রণতা কালীমতি
অথবা প্রীতিলতা
অথবা সুচিত্রা

[তথ্যসূত্র:- 'বর্নমিত্র', সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে, লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে-স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,]

গ্রহণ :- [illegible] [illegible]]

567